দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 4 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

CC4

৬৩

নিম্নস্তরে শিক্ষার মান উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস

॥ মাহবুবুল বাসেত ॥

দেশে শিক্ষার হার ও মান কোনটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে না বলে শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'জন শিক্ষাবিদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, শিক্ষার নিম্নস্তরের মান উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষার হার ও মান সন্তোষজনক না হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে তারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত হার, ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের মনোনিবেশের অভাব, ৬-১০ বছরের ছেলে মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে সর্বাধিক সংখ্যায় আনতে না পারা, শিক্ষার উচ্চস্তরে সেশন জট ও শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা, ঘন ঘন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অসমতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের অভাব, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদার ভর্তি নীতি না থাকা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগের বর্তমান ব্যবধান এবং বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ না করাকে দায়ী করেছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ তিন পর্যায়ে ১৬ বছরব্যাপী হলেও এখন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন সময়সীমা মেনে চলছে না। আগে সাধারনতঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৫ বছর, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মূলতঃ ৪ বছর ব্যয় হত। আর এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে সময়ই লাগুক

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শিক্ষার মান

না কেন উচ্চ শিক্ষা লাভে ছাত্র-ছাত্রীদের ৪ বছরের স্থলে ৭/৮ বছর পর্যন্ত সময় লাগছে। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা থাকলেও সেশন জট, শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা ও দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগী হচ্ছে না; বরং অনীহা ও অনাগ্রহের ভাব সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েও যেরূপ মানের শিক্ষা লাভের কথা তা অর্জিত হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত হার।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় বাংলাদেশে গত বছর শিক্ষার নিম্নস্তরে শিক্ষক ও ছাত্রের গড় অনুপাত ছিল ১:৪৮। অর্থাৎ প্রতি ২শ ৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব ছিল মাত্র ৪ জন শিক্ষকের ওপর।

অন্যদিকে একই বছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩শ ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব ছিল ১২ জন শিক্ষকের ওপর, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১শ ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব ছিল ৬ জন শিক্ষকের ওপর এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩শ ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব ছিল মাত্র ১৪ জন শিক্ষকের ওপর। অর্থাৎ গত বছর মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-ছাত্রের আনুপাতিক হার ছিল ১:১৯, নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ১:২৭ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১:২২।

একই বছরে দেশের ডিগ্রী কলেজগুলোতে শিক্ষক ও ছাত্রের আনুপাতিক হার ছিল ১:৩৪, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:১০, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:১০ ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:১৭.৫।

শিক্ষাবিদদের মতে, এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রের আনুপাতিক হার এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ শিক্ষার গুণগত মানকে উদ্বেগজনক বলা যায় না। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত বছর দাখিল পর্যায়ে শিক্ষক ও ছাত্রের আনুপাতিক হার ছিল ১:১৩, আলিম পর্যায়ে ১:১৩ এবং ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে ১:১২। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক ও ছাত্রের আনুপাতিক হার হচ্ছে ১:১৫।

উল্লেখ্য, সরকার তৃতীয় পাচসালা পরিকল্পনাকালে (১৯৯০ সালের মধ্যে) ৬-১০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের ৭০% বিদ্যালয়ে আনা, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে ৫ বছর শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়ন, স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা; তত্ত্বাবধায়ন ও নির্দেশনার মান উন্নয়নপূর্বক শিক্ষাদান কাজে অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা অর্জনের পথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ শিক্ষার নিম্নস্তর ও মাধ্যমিক স্তরে যদি শিক্ষার ভিত রচিত না হয় তাহলে শিক্ষার গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পাবে না ঠিক তেমনি শিক্ষার হারও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে বৃদ্ধি পাবে না।